দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02. JUN. 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

26

বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। গত কয়েক বছর ধরিয়া এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় নকল ও সহিংস ঘটনা অব্যাহত থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকল্প পথ খুঁজিতেছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল পর্যায়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এবং কলেজ পর্যায়ে দ্বাদশ শ্রেণী হইতে ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়। ১০ম শ্রেণীর পর ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ডের সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য এস এস সি এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশ নেয়। আগামীতে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া স্ব-স্ব স্কুল ও কলেজে এই মানের পরীক্ষা নেওয়া যায় কিনা তাহা গুরুত্ব সহকারে ভাবা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে স্ব-স্ব স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০ম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট এবং স্ব-স্ব কলেজ দ্বাদশ শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট প্রদান করিবে। পাসের ক্ষেত্রে গ্রেড নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার কথাও ভাবা হইতেছে। কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাই হইবে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের মূল স্তর।

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

চিন্তা-ভাবনা

(প্রথম পৃঃ পর)

নূতন এই ধারা চালু করার জন্য স্কুলসমূহকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারও গুরুত্ব সহকারে ভাবা হইতেছে।

পরীক্ষা গ্রহণের নূতন ধারা চালু করার পূর্বে সম্ভাব্য সংকটের দিকটাও ভাবা হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও দেশের বিভিন্ন এলাকার পরীক্ষায় প্রকাশ্যে নকল হইতেছে। নূতন ধারা চালু হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা হয়তো আরও বেশী করিয়া পড়াশুনায় অমনযোগী হইয়া পড়িবে। একই সাথে স্কুল এবং কলেজ হইতে সার্টিফিকেট প্রদানের নিয়ম চালু হইলে স্কুল অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের ইচ্ছামত ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষায় পাস করাইবে। প্রভাবশালী মহলের চাপে লেখাপড়া না জানা তরুণ-তরুণীও হয়তো সার্টিফিকেট পাইয়া যাইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিষয়টিও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতেছে। একটি সূত্র জানায়, নূতন ধারা চালু করার মূল উদ্দেশ্যই হইল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করিয়া তোলা। যদি এমন হয় স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করাইয়া দিতেছে তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার দুয়ারে আসিয়া তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হইবে। নূতন ধারার ক্ষেত্রে মেডিকেল, বুয়েটসহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষাই হইবে যোগ্যতা প্রদর্শনের মূল স্তর। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা না করিয়া কেহ যদি পাস করে তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার স্তরে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ হইবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, নূতন ধারা চালুর আরও একটি উদ্দেশ্য হইল ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় মনোযোগী করিয়া তোলার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আগ্রহী করিয়া তোলা। বাবা-মায়ের স্বপ্ন যদি হয় তাহার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে তাহা হইলে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতায় যোগ্য করিয়া তোলার জন্য অবশ্যই নকলের প্রতি সন্তানকে আকৃষ্ট করিবে না। নূতন এই নিয়ম চালু করার পূর্বে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মহলের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।